যায়যায়দিন

তারিখ 13 JUL 2012
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৮

আন্দোলনে অশান্ত বুয়েট

অচলাবস্থার অবসান হওয়া জরুরি

উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে বেশ কিছুদিন যাবত বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) অচলাবস্থা চললেও তা নিরসনে সরকারের পক্ষ থেকে কোনো আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়নি। এবার চলমান আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। বুধবার বিকালে বুয়েটের তিনটি ইন্সটিটিউটের পরিচালক, বিভিন্ন অনুষদের ডিন ও বিভাগীয় চেয়ারম্যানরা পদত্যাগ করেছেন। আন্দোলনের সমর্থনে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এই ২৭ জন শীর্ষ কর্মকর্তা ও শিক্ষক পদত্যাগ করেন বলে গতকালের যায়যায়দিনে প্রকাশ করা হয়েছে। ফলে মহাসঙ্কটে পড়েছে দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অন্যতম এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিদ্যালয় (বুয়েট) শুধু দেশেই নয়, আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও বুয়েটের ব্যাপক সুনাম রয়েছে। অনেক বিদেশি শিক্ষার্থীও এখানে লেখাপড়া করে। এখানে আন্দোলন হওয়া মানে শিক্ষার্থীদের জীবনে অনিশ্চয়তা বিরাজ করা। শিক্ষকদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে এপ্রিলে তিন সপ্তাহ ধরে বুয়েটে ক্লাস পরীক্ষা বন্ধ থাকার পর সরকারের নির্বাহী প্রধান প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর প্রধানমন্ত্রী শিক্ষকদের দাবি বিবেচনার আশ্বাস দিলে বুয়েটের শিক্ষকরা আন্দোলন এক মাসের জন্য স্থগিত করে ক্লাসে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যকে না সরানোর ফলে শিক্ষকদের ৭ জুলাই থেকে কর্মবিরতি পালন করে আসছিলেন। এরই মধ্যে গত মঙ্গলবার রাতে উপাচার্য ড. এস এম নজরুল ইসলাম হঠাৎ করেই রোজা ও ঈদ উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪৪ দিন ছুটি ঘোষণা করেন। এছাড়াও পদত্যাগ করবেন না বলে সাফ জানিয়ে দেন। ফলে শিক্ষকদের আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। উপাচার্যপন্থী প্রশাসনের দাবি, আন্দোলনের সূত্রে বড় ধরনের সংঘর্ষের আশঙ্কায় প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। অপরদিকে আন্দোলনরত শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা ছুটি ঘোষণাকে অনৈতিক ও অবৈধ বলে দাবি করেছে। ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম যে মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আন্দোলন বা অন্য কোনো কারণে বুয়েটের মতো একটি শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠে শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হবে তা কোনো অবস্থাতেই সমর্থনযোগ্য নয় বলে আমরা মনে করি। বুয়েটে দীর্ঘ দিন ধরে আন্দোলন চলে এলেও সরকার বা প্রশাসন থেকে কোনো সদুত্তর পাননি আন্দোলনরত শিক্ষকেরা। প্রধানমন্ত্রী এক মাসের সময় নিলেও ভিসি কিংবা প্রোভিসির পদত্যাগের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত জানানো হয়নি। বুয়েট শিক্ষক সমিতি আগামী ১৪ জুলাই পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়েছে। এর মধ্যে যদি দাবি আদায় না হয় তবে আগামী শনিবার থেকে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত লাগাতার কর্মবিরতি পালন করবে শিক্ষক সমিতি। আন্দোলনে কোনো শিক্ষার্থী যাতে কোনোভাবে বিভ্রান্ত না হন এ জন্য লিফলেটও বিতরণ করা হয়েছে। সুতরাং পরিস্থিতি যে মোটেও অনুকূলে নয় তা সহজে অনুমান করা যায়।

আমরা মনে করি, শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ-পরিস্থিতি সুষ্ঠু কিংবা স্থিতিশীল রাখার দায় সরকারেরও। সুতরাং বলা যায়, আন্দোলনে কোনো পক্ষের অহেতুক নাক গলানো উচিত নয় এবং এর ফল কতটা বিরূপ হতে পারে তার নজির সাম্প্রতিক সময়ে জাহাঙ্গীরনগর এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনের ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ করেছি। যদিও মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান বলেছেন, শিক্ষকদের এসব বিষয়ে সরকারের কোনো বিভাগই হস্তক্ষেপ করতে চায় না। বিষয়টি অবশ্যই ইতিবাচক। তবে সবকিছুই নিয়মনীতির ভিত্তিতে চলাটাই বাঞ্ছনীয়। বুয়েটও নিয়মনীতি মেনে চলুক এটা সবাই প্রত্যাশা করে। বুয়েটের চলমান ঘটনা নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে যত মতামতই থাক না কেন কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরই ক্লাস পরীক্ষা যাতে এক দিনও বন্ধ না থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে।

বুয়েট বাংলাদেশের অন্যতম একটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যার গুরুত্ব ও শিক্ষার গুণগত মানের বিষয়টি দেশের বাইরেও আলোচিত। এমন একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সুনাম অক্ষুণ্ন রাখার দায়িত্ব সবার। দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সার্বিক চিত্র নানা কারণে প্রশ্নবোধক। এর মধ্যে নিত্যনতুন সৃষ্ট সমস্যা সঙ্কটের জাঁতাকলে সার্বিক উচ্চশিক্ষা চিত্রকেই আরো প্রশ্নের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। দেশ-জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার স্নায়ুকেন্দ্রগুলো অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠগুলোর চিত্র যদি বিবর্ণ হয় তাহলে এর বিরূপ প্রভাব বহুমুখী হতে বাধ্য। শিক্ষার সার্বিক পরিবেশ যেকোনো মূল্যে অক্ষুণ্ন রাখতেই হবে।

আমরা যে সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখছি তার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন ব্যাপকভাবে শিক্ষার আলোয় আলোকিত হওয়া। সঙ্গত কারণে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বুয়েটের শিক্ষকদের দাবির প্রতিও সরকারকে আন্তরিক হতে হবে। অবিলম্বে বুয়েটের সঙ্কট নিরসন করে সেখানে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনা হোক- এটিই আমাদের দাবি।

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বুয়েটের শিক্ষকদের দাবির প্রতিও সরকারকে আন্তরিক হতে হবে। অবিলম্বে বুয়েটের সঙ্কট নিরসন করে সেখানে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনা হোক- এটিই আমাদের দাবি।